

ব্রহ্মান্দনের করণীয় ও বর্জনীয়



An Noor Media



রমাদানের করণীয় ও বর্জনীয়

পরিবেশনায়ঃ আন-নূর মিডিয়া

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

আল্লাহর বান্দাগণ ! সুসংবাদ গ্রহন করুন , রমাদান মাস মুক্তি ও বারাকাহর বারতা নিয়ে মুসলিমদের দুয়ারে সমাগত। নাবী (সাঃ) তার উম্মাতকে রমাদান মাস আসার সুসংবাদ দিতেন। এই মাসে সিয়ামকে করা হয়েছে ফারদ আর কিয়ামকে নাবী (সাঃ) করেছেন সুন্নাহ, এই মাসেই আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর অভিশপ্ত শায়তানকে বেধে রাখা হয়। আর এ মাসেই রয়েছে এমন একটি রজনী যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই মাসেই মুসলিমগণ উত্তম চরিত্রে ভূষিত হন। সিয়াম হচ্ছে এমন এবাদাত যা বান্দার সম্মান, কামালাত ও ইস্তেকমাত এবং সৎ আমলের সোপান বা সিঁড়ি, যেমন

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তাআলা নিম্নের আয়াতে কারিমায় বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সওম ফরজ করা হয়েছে, যে রূপ ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেনো তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো” (সূরা বাকারা ২, ১৮৩)।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

রমাদান মাস আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নিয়ামত। এই নিয়ামত শুধু তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের প্রতি। আর যারা এর প্রতি ঈমান আনেনি তাদের জন্য রমাদানের ফজিলত নয়। আর এটা হল ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য। আল্লাহ তাআলা বলেন-

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

“যারা ঈমানদার তারা কিতাল (যুদ্ধ) করে আল্লাহর রাহে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা কিতাল করে ত্বগুতের পক্ষে” (সূরা নিসা ৪: ৭৬)

রমাদ্বনের ফজিলত পাওয়ার জন্য বান্দাকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাত করতে হবে। সাথে সাথে কুফর ও ত্বগুতকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করতে হবে এবং যারা কুফর ও ত্বগুতের সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে।

যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে রমাদ্বন মাসের ফজিলত পেতে চাই, তাহলে যে সকল ব্যক্তির পৃথিবীতে আল্লাহর দাসত্ব করার পরিবেশ তৈরিতে নিজেদের জীবন কুরবানী করেছেন তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, তাদের অভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও মুসলিম জাতির অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلبه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة

“এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করেনা এবং তাকে দুষমনের হাতে সুপর্দও করেনা। যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমের অভাব পূরন করবে আল্লাহ তার অভাব দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিনিময়ে কিয়ামত দিবসে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। যে ব্যক্তি মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।” (সহিহ মুসলিম ৬৪৭২, ইফাবা হাঃ ৬৩৪)।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

মহান রব্বুল আ'লামীন পবিত্র রমাদ্বন মাসে বান্দার সকল নেক আমলের সওয়াব অন্য মাসের তুলনায় বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। তাই এই মাসে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশায় বেশিবেশি নেক আমল তথা ভালো কাজ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- “যে ব্যক্তি রমাদ্বন মাসের কল্যান ও ফজিলত থেকে বঞ্চিত হলো সে যেনো সকল কল্যান থেকে বঞ্চিত হলো।”

তাই পবিত্র রমাদ্বন মাসের গুরুত্বপূর্ণ করনীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে, যাতে আমলগুলো আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহনীয় হয়, বিফলে না যায়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” (সহিহ বুখারী ১৯০৩, ইফাবা হাঃ ১৭৭৯)।

রমাদান মাসের করনীয়ঃ (শারীরিক)

রমাদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা (ইবাদাতের জন্য)- রমাদানের প্রারম্ভেই যথা সম্ভব প্রার্থিব কাজ কমিয়ে ফেলুন যাতে কাজের ব্যস্ততায় রমাদানের ফজিলতপূর্ণ সময় অবহেলায় কেটে না যায়। মা-বোনরাও যেনো রমাদানের বারাকাহ থেকে বঞ্চিত না হন সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। তাদেরকে আত্মশুদ্ধি এবং তাকওয়া অর্জনের নাসিহা প্রদান করুন। সাংসারিক কাজের ব্যস্ততা যেনো রমাদানের অপরিহার্য কাজ এবং ইবাদাত থেকে মহিলাদের দূরে সরিয়ে না রাখে সে দিকটা খেয়াল রাখুন। তাদের কাজগুলো হালকা করে দিন, অবসর সময়ে ঘরে অবস্থান কালে তাদের কাজে সাহায্য করুন।

জ্ঞান অর্জন করাঃ

রমাদান সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করুন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে রমাদানের সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদাতের মাসআলা মাসাইল আলোচনা করুন, এতে আপনি রমাদানের ইবাদাতসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা বৃদ্ধি পাবে। রমাদান সম্বন্ধে আপনি যত বেশি জানবেন তত বেশি ইবাদাত করে আপনার প্রতিদানকে বহুগুণে বাড়িয়ে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

যথা সময়ে সলাত আদায়ঃ

প্রতি ওয়াক্তের ফরজ সলাত সময়মত আদায় করুন, ফরজ সলাতের পাশাপাশি বেশিবেশি নফল সলাত আদায় করার চেষ্টা করুন। সুন্নাত ও নফল ইবাদাত আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব বাড়িয়ে দিন। এই মাসের নফল ইবাদাত অন্য মাসের ফরজ ইবাদাতের সমান। সন্তানদেরকেও ইবাদাতে অভ্যস্ত করে তুলুন।

যত্ন সহকারে সিয়াম পালনঃ

রমাদানের সিয়াম যত্ন সহকারে পালন করুন। সওম ভঙ্গ করে বা হাঙ্কা করে দেয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকুন। এসব কাজের আশেপাশে না যেতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন।

কুরআন তেলাওয়াতঃ হে আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহ তাআলা বলেন, “নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথ দেখায় যা সুদৃঢ় এবং সৎ কর্মশীল মুমিনদেরকে মহান পুরস্কারের সুংবাদ” (সূরা ইসরাঃ ৯)। তারতিলের সাথে বেশিবেশি কুরআন তেলাওয়াত করুন। যথাসাধ্য অর্থ বুঝে কুরআন পড়ার চেষ্টা করুন। এতে খুশ-খুজু ও তাকওয়া বৃদ্ধি পাবে, এবং আমাদের করণীয় হচ্ছে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য এবং তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র তথা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, যুদ্ধ ও শান্তিকালীনমুহূর্ত এবং আমাদের চরিত্রে আল্লাহর এই মহান কিতাবের প্রয়োগ ঘটানো। এবং পাশাপাশি এই বরকতময় মাসে আল্লাহর হৃদুদ প্রতিষ্ঠা করা, তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মানা। কুরআনের বরকতময় দরসে আপনার অধিনস্ত ও পরিবারবর্গকেও শামিল রাখুন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই মাসে অধিক পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। (সহিহ মুসলিম)

লাইলাতুল ক্বদরঃ

আল্লাহর ইবাদাতে অধিক মনযোগী হোন। লাইলাতুল ক্বদর পাওয়ার জন্য রমাদ্বনের শেষ দশকে সম্ভব হলে মাসজিদে ইতেকাফ করুন। ক্বদরের রাত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম (সূরা আল ক্বদর)। যে ব্যক্তি এর কল্যান থেকে বঞ্চিত হলো সে মূলত সকল কল্যান থেকে বঞ্চিত হলো। (সুনানে নাসাঈ ২১০৫)

কিয়ামুললাইলঃ

রমাদ্বনে কিয়ামুললাইল তথা রাত জেগে সলাত আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করুন ও নিজেকে কিয়ামুললাইলে অভ্যস্ত করে তুলুন। আল্লাহ তাআআলার নিকট বেশিবেশি দুয়া করুন, কারন রমাদ্বন মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দার দুআ কবুল করেন।

রমাদ্বনের করণীয়ঃ (আর্থিক)

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের মুসলিম সমাজ ভুলেই গেছে, স্মরণ করালেও স্মরণে আসেনা, এবং তারা মনে করে এটা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাদের যুগে ছিলো, আমাদের যুগে বা আমাদের দেশে নাই। সেটি হলো- মুজাহিদের সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের পরিবারের ভরন পোষন করা ও যারা বন্দী আছেন তাদের মুক্ত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“তারা আল্লাহর ভালোবাসায় অভাবগ্রস্থ, এতিম ও বন্দীকে আহাৰ্য দান করে।” (সূরা আল ইনসানঃ ৮)

উল্লেখ্য, ইমান ও কুফরের যুদ্ধ চিরন্তন। এ যুদ্ধ ততদিন চলবে যতদিন না আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয় এবং সকল প্রকার শিরক ও কুফর দূরিভূত হয়। উপমহাদেশের এই অঞ্চলে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যে সকল ভাইয়েরা নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে এই জিহাদী কাফেলায় শরিক হয়েছিলো তাদের অনেকেই আজ ত্বগুতের জিন্দান খানায় বন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। তাদের অনেকেই হত্যা করা হয়েছে, অনেকের উপর চালানো হয়েছে নির্যাতনের স্টিম রুলার, এখনো চালানো হচ্ছে অমানবিক নির্যাতন- যা এই স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা অসম্ভব। অনেকেই দীর্ঘ কারাভোগের পর ত্বগুতের প্রহসন মূলক বিচারে মৃত্যুদন্ডদেশের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে (ইনশাআল্লাহ শহিদ), আবার অনেকের এখন তা কার্যকর করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা চলছে।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুধু একটাই তারা আল্লাহর দ্বীনের বিজয় চেয়েছেন। তারা তো আমাদেরই ভাই, আমরা কি করে তাদের ভুলে থাকতে পারি! কি করে ভুলে থাকতে পারি ঐ সকল মাযলুম বোনদেরকে যারা এই অঞ্চলের ত্বগুতের বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ত্বগুতের টর্চার সেলরূপী কারাগারে বন্দী থেকে অমানবিক জীবন যাপন করছেন। অথচ আমরা মুক্ত অবস্থায় পরিবার পরিজনের নিকট অবস্থান করে আরাম আয়েশে সময় কাটাচ্ছি। সুস্বাদু মুখরোচক পানাহারে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি। কি জবাবা দেবো আল্লাহর কাছে! যদি আমরা ঐ মাযলুমদের আর্তনাদে তাদের উদ্ধারে এগিয়ে না যাই।

যুলুমের চার দেয়ালের মাঝে অন্তরীণ থাকায় তাদের কষ্টের আহাজারি তো ঐ দেয়াল ভেদ করে আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায়না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের অসহায়ত্ব জানেন, মাযলুমের আর্তনাদ শুনেন। তারা তো ঐ সকল অসহায় মানুষ যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ ও সতর্ক হতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছোনা ঐ সকল অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলছে, হ্যাঁ আমাদের রব! আমাদেরকে এই যালিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে বের করে নিয়ে যান। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অলি নিয়োগ করে দিন। এবং আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী নিয়োগ করে দিন।” (সূরা নিসাঃ ৭৫)

সুতরাং এই সকল মাযলুম বন্দী মুসলিমদের সাহায্যে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে মুক্ত করতে একদিকে যেমন আমাদেরকে আল্লাহর রাহে অস্ত্র ধরতে হবে, নিতে হবে সামরিক প্রস্তুতি- অন্যদিকে ব্যয় করতে হবে সম্পদ ও প্রিয় জিনিস। এটাই আল্লাহর হুকুম। নতুবা

কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আমাদের জবাব দেওয়ার মতো কোন উজর থাকবেনা। সমগ্র মানবজাতির সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। পাকড়াও হতে হবে কঠিন শাস্তিতে। আমরা আল্লাহর সে শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই যা তিনি তার হুকুম অমান্যকারী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল বান্দারা যথার্থই আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। আমাদের জন্য রেখে গেছেন অনুসরণীয় অনুপম আদর্শ। তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

বেশি বেশি দান- সদাকা করাঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاَمَّا مَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

“অতএব, যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে। আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দেবো।” (সূরা আল - লাইল ৫- ৭)

“আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল, রমাদ্বনে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন। রমাদ্বন মাসে তিনি প্রবাহিত বাতাসের মতো দান করতেন।” (সহিহ বুখারী ০৫, ইফাবা হাঃ ০৫, সহিহ মুসলিম ৩২০৮)।

অন্য মাসের তুলনায় রমাদ্বন মাসে দান করলে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। তাই রমাদ্বন মাসে বেশিবেশি দান করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف

“মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব ১০ গুন থেকে ৭০০ গুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়।” (সহিহ মুসলিম ২৫৯৬, ইফাবা হাঃ ২৫৭৩)।

রমাদ্বন মাসে বন্দী মুক্তি ও মুজাহিদদের জন্য বেশিবেশি ব্যয় করুন।

যাকাতের অর্থ ব্যয়ঃ

সম্পদে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়েছে এমন প্রত্যেকের উপর যাকাত ফরজ ঠিক যেমনিভাবে সলাত ফরজ। যাকাতের ৮টি খাতের মধ্যে ২টি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো ফি সাবিলিল্লাহ এবং বন্দী মুক্তিকরন (ফির রিকাব)। এই ২টি খাতে যাকাত প্রদান করলে বাকি প্রায় সব খাতে যাকাত প্রদানের হুক আদায় হয়ে যায়। কারণ এখানে রয়েছে ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, ঋনগ্রস্ত,

মুসাফির এবং কিছু ক্ষেত্রে এমন মানুষ যাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন হয়। তাই শরীয়াহ'র হুকুম ও বাস্তবতার আলোকে এই ২টি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বেশি জরুরি। সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান কারও প্রতি অনুগ্রহ করা নয় বরং যাকাত প্রদানকারী প্রাপকদের প্রাপ্য প্রদান করার মাধ্যমে তার সম্পদকে পবিত্র করা। সুতরাং কোন মুসলিমের এমন চিন্তা করা কখনোই যথার্থ হবেনা যে, নামে মাত্র যাকাত প্রদান করে নিজেদেরকে তার দায় থেকে মুক্ত করবে। তাই আমরা যাকাত প্রদানে সামর্থবান আমাদের দ্বীনি ভাই ও বোনদের আহ্বান করছি, আপনারা যাকাত, উশর, ফিতরা সঠিক ভাবে হিসাব করে বের করুন এবং সঠিক খাতে প্রদান করুন। মনে রাখবেন, এটা আল্লাহর ফরজ বিধান। শরীয়াহ মোতাবেক আদায় না হলে অবশ্যই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। নিজে সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করুন এবং অন্য ভাইদেরকেও যাকাত প্রদানে উদ্বুদ্ধ করুন। মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনাদেরকে সম্পদশালী করেছেন, আপনি কি আমল করেন সেটা তিনি দেখবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর ব্যয় করো আল্লাহর পথে এবং নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখিন করোনা। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো। নিশ্চই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন।” (সূরা আলা- বাকারাঃ ১৯৫)

ইফতার করা/করানোঃ

ইফতার শুরু করুন খেজুর অথবা পানি দ্বারা এবং সায়েমদের ইফতার করান, বিশেষ করে আত্মীয়- স্বজন, অসহায়, গরিব মুসলিম ও মুজাহিদদের মধ্যে খেজুর ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করুন।

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোঃ

গরিব- দুঃখি অসহায় মানুষের খোজখবর নিন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি ও দয়াপ্রদর্শন করুন। বিশেষ করে নিজের গরিব আত্মীয়- স্বজনদের এবং দ্বীনের পথে চলার কারণে যে সব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ত্বগুত দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, তাদের খোজখবর রাখুন। তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন। তাদের প্রতি সাহায্য- সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিন। এবং যে সকল মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছেন তাদের স্ত্রী ও এতিম সন্তানদের দেখাশোনা করুন। কেননা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ

“বিধবা ও মিসকিনের জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের মতো অথবা রাতে সলাতে দন্ডায়মান ও দিনে সিয়াম পালনকারীর মতো।” (সহিহ বুখারী ৫৩৫৩, ইফাবা হাঃ ৪৮৪৯, সহিহ মুসলিম ২৯৮২)

মানুষ সৎ কাজ করছে বলে বিবেচিত হবে তখনই যখন সে তার প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“তোমরা কখনই কল্যান লাভ করতে পারবেনা যতক্ষন না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো।” (সূরা আলে- ইমরানঃ ৯২)

বর্তমান মহামারি অবস্থার বিবরণঃ

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে পাপ করার পরও ফিরে আসার সুযোগ দেন। কিন্তু বান্দা বড়ই অকৃতজ্ঞ, এই সুযোগকে সে নিজের সক্ষমতা মনে করে। এরপরও আল্লাহ তার কল্যানের জন্য তাকে ছোট শাস্তি দিয়ে তাওবা করার সুযোগ দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

" আমি তাদেরকে বড় শাস্তির আগে ছোট শাস্তি দেই যাতে তারা ফিরে আসে (সূরা সাজদাঃ ২১)

পরিশেষে যখন কোনভাবেই সে তার রবের স্মরণাপন্ন হয়না তখন তিনি অস্তিম ব্যবস্থা হিসেবে তাকে ধ্বংসের ফায়সালা করেন। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক করোনা ভাইরাস এই রকম একটি শাস্তি। এটিকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে হতাশ হয়ে যাওয়া আদৌ কোন মুমিনের কাজ হতে পারেনা। নিজেদের ভুলগুলোকে স্বীকার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই হচ্ছে এখন সময়ের শ্রেষ্ঠ কাজ। পাশাপাশি আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী সাবধান থাকাটাও জরুরি। এই মহামারি মুমিনের জন্য পরিক্ষা এবং কাফেরের জন্য শাস্তি। তাই উক্ত পরিক্ষায় আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর দারস্ত হতে হবে।

এই অবস্থায় আমাদের করণীয়ঃ

বিশ্বব্যাপী মহামারীর এই সময়টাতে আমাদের প্রত্যেকের উচিত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া। আমরা আল্লাহর ফায়সালাকে রদ করতে পারবোনা তবে আল্লাহ দেখবেন আমাদের প্রচেষ্টা। এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে তাহলো, পাশে থাকা অসহায় মানুষগুলোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কোন বান্দা যতক্ষন তার অন্য ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসে আল্লাহ তাআলা ততক্ষন তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। অন্যদিকে, মানুষের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোন ব্যবসায়ীক ফায়দা নেওয়া কোনভাবেই জায়েয হবেনা। এখনই হচ্ছে সহযোগিতার সেরা সময়। এমন অনেক মুজাহিদ ভাই ও তাদের পরিবার পরিজন আছে

যাদের ঘরের বাহিরে বের হতে না পারলে জীবিকার ব্যবস্থা হয়না। তাদের জন্য নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। রমাদানের এই সময়টাতে এর ফজিলত আরো বহুগুনে বেড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন।

রমজানে বর্জনীয় বিষয়সমূহঃ

- ❖ শিরক- বিদআত পরিপূর্ণরূপে বর্জন করা।
- ❖ হারাম খাবার ভক্ষন না করা, অবৈধ পন্থায় আয় না করা। সূদ- ঘুষ, মাপে কম দেওয়া, ভেজাল না দেওয়া।
- ❖ মিথ্যা কথা ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা।
- ❖ অনর্থক কথাবার্তা বর্জন করা। তর্ক- বিতর্ক, অশ্লীল গালিগালাজ থেকে বিরত থাকা।
- ❖ গান- বাজনা, নাটক- সিনেমা ইত্যাদি অশ্লীল ক্লাজ থেকে বিরত থাকা। যথা সম্ভব হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি হেফাজত করা।
- ❖ এমন কোন কাজ না করা যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।
- ❖ রমাদানের শেষ ১০ দিন কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত না থাকা, অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকা।
- ❖ ধুকাবাজী, গিবত ও চোগলখুরী থেকে বেচে থাকা।
- ❖ রিয়া বা লোকদেখানোর জন্য ইবাদাত না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইবাদাত করা। কারণ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ইবাদাত করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করবেন।

আমরা আল্লাহরই কাছে নেক আমল করার তাওফিক কামনা করছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাভর্তন করছি।

রমাদানকে বিদায় জানানোঃ

হে আল্লাহর বান্দাগন! আল্লাহকে ভয় করুন এই মাসকে ভালোভাবে বিদায় জানান এবং আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহন করুন, আর নাফসের কুপ্রবৃত্তি ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখুন এবং বিগত দিনগুলোতে যা হারিয়েছেন তা অর্জন করার চেষ্টা করুন, কেননা যে মাসটি শেষ হতে চলল আগামিদিনে এই মাসটিই আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে স্বাক্ষী হবে। তাই তাওবাহ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটান। হে রব্বের কারীম! আপনি যদি আমাদের জন্য আবার এই মাসটি নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে তাতে বারাকাহ দিন। আর যদি আমাদের মেয়াদ শেষের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন আমাদের যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদেরকে এর উত্তম প্রতিনিধি বানান। যারা গত হয়ে গেছে তাদের উপর আপনার রহমত প্রসারিত করে দিন। আমাদের সকলকে আপনার

অফুরন্ত রহমত ও অব্যাহত ক্ষমা নসিব করুন। হে আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতাকে এবং জীবিত-মৃত সকল মুসলিম ও মর্দে মুজাহিদদেরকে আপনার দয়ায় ক্ষমা করুন। আ-মীন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ